113

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 FEB 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে উপাচার্য বলেন—

জগন্নাথ হলের সাধারণ ছাত্রদের ওপর বর্বর পুলিশী তান্ডবের ৪ দিন পরে গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ৩১শে জানুয়ারির সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় এমন অনেক নিরীহ ও সাধারণ ছাত্র পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয় যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে দেয়া এক বিবৃতিতে উপাচার্য বলেন, সেশনজট ও সন্ত্রাসের যে বিভীষিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রাস করেছিল বিগত ২/৩ বছরে ছাত্র-শিক্ষকসহ সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা তা কাটিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মসূচিতে পরিবর্তন, সংস্করণ, একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের ফলে সেশন জটের সমস্যা নেই বললেই চলে। পাশাপাশি সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি চালুর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক জীবনে এসেছিল নতুন উদ্দীপনা।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলা একাডেমির সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক নেই। অথচ বাংলা একাডেমিতে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থায় সংঘটিত নানাবিধ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। গত ৩১শে জানুয়ারি একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে সংঘর্ষ জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লাহ হল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে পুলিশ জগন্নাথ হলে প্রবেশ করে হলে অবস্থানরতদের মারধর করে এবং বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র ও বহিরাগতকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় ৩০ জনের মতো আহত হয় এবং ৩২টি কক্ষ ভাঙচুর হয়। এরপর পুলিশ সলিমুল্লাহ হলে প্রবেশ করে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। ঐ দিনের সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত নয় এমন অনেক নিরীহ ও সাধারণ ছাত্র পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয় যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহত ছাত্রদের চিকিৎসা ও অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে। গ্রেফতারকৃত নিরপরাধ ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ৩৬ জনকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান উত্তপ্ত ও সংঘাতময় অবস্থার সূত্র ধরে আজ রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আবারো বন্দুকযুদ্ধ ও বোমাবাজি সংঘটিত হয়। এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এটি আদৌ কাম্য নয়।

জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহল সহনশীলতা ও সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তা অব্যাহত রাখতে গঠনমূলক ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেন।